তারিখ 17 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যায়যায়দিন

দেলদুয়ারে অনেক শিক্ষার্থীর হাতে এখনো পৌঁছেনি সব বই

পাঠ্য তালিকায় গাইড বই

দেলদুয়ার (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

মার্চ মাস পেরিয়ে গেলেও টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে চলতি শিক্ষাবর্ষের প্রায় ৫ হাজার বইয়ের সঙ্কট রয়েছে। পহেলা জানুয়ারি উপজেলায় ঘটা করে বই দিবস পালন করা হলেও এখন পর্যন্ত পুরো সেট বই পায়নি অনেক শিক্ষার্থী। এতে শিক্ষার্থীরা চরম বিপাকে পড়েছে। অথচ উপজেলা শিক্ষক সমিতির নেতাদের স্কুলগুলোতে বই স্বল্পতা নেই। এমনকি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি বইয়ের তালিকায় জুপিটার পাবলিকেশনের গাইড বই অন্তর্ভুক্ত করেছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, বইয়ের জন্য তারা যে চাহিদা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেন সে অনুযায়ী বই পাওয়া যায়নি। প্রথম দফাতেই প্রায় ২৫ শতাংশ বই কম সরবরাহ করা হয়। এ জন্য প্রয়োজনীয় বইয়ের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস। মির্জাপুর উপজেলা থেকে ৮০ সেট বই আনার পরও প্রায় ৫ হাজার বই সঙ্কট রয়েছে। এর মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রায় ৩ হাজার ২০০, সপ্তম শ্রেণীতে ৮০০, অষ্টম শ্রেণীতে ৮০০ এবং নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগের প্রায় ৪০০ বইয়ের স্বল্পতা রয়েছে। এদিকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বইয়ের তালিকায় জুপিটার পাবলিকেশনের গাইড বই অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাই শিক্ষার্থীরা গাইড কেনার জন্য স্থানীয় লাইব্রেরিগুলোতে ভিড় করছে।

অভিযোগ উঠেছে, শিক্ষক সমিতি মোটা অংকের কমিশনের বিনিময়ে কমোনিকেটিভ গ্রামার, বাংলা ব্যাকরণ ও গাইড বই নির্ধারণ করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রধান শিক্ষক জানান, শিক্ষক সমিতি জুপিটার পাবলিকেশনের কাছ থেকে মোটা অংকের কমিশন নিয়েছে। এদিকে সম্প্রতি জেলা প্রশাসন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত গাইড বই ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করায় শিক্ষার্থীরা গাইড বইও পাচ্ছে না। যেসব শিক্ষার্থী পাঠ্য বই না পেয়ে গাইড বইও কিনতে পারেনি; তাদের কাছে নতুন বছরের বই অচেনাই রয়েছে। এমনকি শিক্ষকদের অনীহার কারণে এখন পর্যন্ত সিলেবাস (পাঠ পরিকল্পনা) তৈরি হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীরা বেশ বিপাকে পড়েছে।

সিলেবাসের বিলম্ব ও গাইড বই পাঠ্য করার ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী মুঠোফোনে বলেন, অযথা এসব অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। এমনকি সংবাদটি প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ জানান।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রোকেয়া খাতুন বলেন, আমরা বিভিন্ন উপজেলা থেকে বই সংগ্রহের চেষ্টা করে যাচ্ছি। নাগরপুর ও মির্জাপুর থেকে বই সংগ্রহ করে এক সপ্তাহের ভেতর প্রয়োজনীয় বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। গাইড বই পাঠ্য করার ব্যাপারে তিনি বলেন, অফিসিয়ালিভাবে কাউকে কোনো গাইড কিনতে বাধ্য করা হয়নি। তবে আনঅফিসিয়ালি কেউ কেউ বলতে পারে।